যুগান্তর

তারিখ 23 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষক সংকটে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

যুগান্তর রিপোর্ট

একদিকে শিক্ষক ও কর্মকর্তা সংকট, অন্যদিকে শিক্ষকদের সুষম বণ্টনে সমন্বয়হীনতা— এ দুই কারণে দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রমে হযবরল অবস্থা চলছে। সারাদেশে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের ৬৮১টি পদের মধ্যে ৪৬১টিই রয়েছে শূন্য। এছাড়া আরও ৪৮৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এ সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানের বিশেষ করে রাজধানী ও বিভাগীয় শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে নানা দোহাই দিয়ে কিছুসংখ্যক শিক্ষকের যুগের পর যুগ অবস্থানের ঘটনা। এ অবস্থায় সরকার একাধিকবার শিক্ষকদের সমন্বয় করে শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে চালিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নিলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কয়েক মাস আগে সরকার দশ বছরের অধিক একই স্কুলে চাকরি করা শিক্ষকদের বদলির আদেশ দেন। তা ঠিকমতো কার্যকর হতে না হতেই আবার চলতি মাসের শুরুতে পাঁচ বছরের অধিক একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের বদলির আদেশ দেয়া হয়েছে। সাধারণ শিক্ষকদের ধারণা, ইতিপূর্বে জারিকৃত সার্কুলারের মতোই সর্বশেষ সার্কুলারটির কার্যকারিতা হিমাগারে চলে যেতে পারে। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, সে ধরনের ঘটনা ঘটবে না। তথ্য সংগ্রহ চলছে। ভোটার রেজিস্ট্রেশনের কারণে চলতি বছর সিদ্ধান্ত কার্যকর না হলেও জানুয়ারি মাসে হবেই।

সারাদেশে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে রাজধানীতেই ২৪টির অবস্থান। কিন্তু এর মধ্যে ৪/৫টি ছাড়া বাকিগুলো শিক্ষার মানে ও শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলে অভিভাবকদের প্রত্যাশা পূরণে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২৪টি স্কুলের মধ্যে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, ধানমণ্ডি বয়েজ হাইস্কুল, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ধানমণ্ডি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য ভিড় থাকে বেশি। অভিযোগ রয়েছে, সরকারি স্কুলগুলোতেও সাম্প্রতিককালে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের মতো চড়া হারে নামে-বেনামে ফি আদায় এবং শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াতে বাধ্য করার মতো ঘটনা ঘটছে। সরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে মানের দিকে সেরা বিবেচিত গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের দশম শ্রেণীই এক শিক্ষার্থীরই এ অভিযোগ। ব্যাহত : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

ব্যাহত : শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ শিক্ষকই সাবেক জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপি ও রাজনৈতিক নেতা এবং সাবেক ও বর্তমান সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদের আত্মীয়স্বজন। বর্তমানে রাজধানীর ২৪টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ৬টির প্রধান শিক্ষক পুরুষ। এছাড়া অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষিকরা কোন না কোন রাজনৈতিক নেতা ও আমলার আত্মীয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, একই চিত্র বিভাগীয় শহরের স্কুলগুলোরও। যে কারণে কয়েক মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব প্রতিষ্ঠানে দশ বছরের অধিক সময় কর্মরতদের বদলি এবং যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংখ্যা কম রয়েছে তাতে বদলি করে সমন্বয়ের আদেশ দেয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি। রাজধানীর বেশকটি প্রতিষ্ঠানে এমনও বেশকিছু শিক্ষক রয়েছেন, যারা ১৫-১৮ বছর ধরে একই স্কুলে চাকরি করছেন। আবার কিছু শিক্ষককে বদলি করা হলেও তাদের রাজধানীর ভেতরই এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে বদলি করা হয়েছে। ফলে স্কুলে কোচিং ও ভর্তি ব্যবসাসহ অন্যান্য বিষয়ে যে সিন্ডিকেট তারা গড়ে তুলেছেন তা বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

৬৮১টি পদের মধ্যে ৪৬১টিই শূন্য

সারাদেশে ৩১৭টি স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ রয়েছে ৬৮১টি। এর মধ্যে ৪৬১টি পদই রয়েছে শূন্য। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে মোট ১৭০টি প্রধান শিক্ষক ও ১৪৭টি প্রধান শিক্ষিকার পদ রয়েছে। এর মধ্যে ৩৬ জন প্রধান শিক্ষক ও ৪২ জন প্রধান শিক্ষিক কর্মরত রয়েছেন। সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে ২৭১ এবং শিক্ষিকার পদ ১৬৪টি। কিন্তু এর মধ্যে ৮০ জন শিক্ষক ও ৬০ জন শিক্ষিকা রয়েছেন। অর্থাৎ ২১২টি পদই রয়েছে শূন্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনের অবস্থাও করুণ। সারাদেশে ১০টি উপ-পরিচালকের পদের ৯টি, বিদ্যালয় পরিদর্শকের ৮টির মধ্যে ৬টি, পরিদর্শিকার ৮টির মধ্যে ৫টি, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক-পরিদর্শিকার ১৬টির মধ্যে সবকটি, জেলা শিক্ষা অফিসার ৬৪টির মধ্যে ৪০টি এবং সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার ৬৪টির মধ্যে ২৪টি পদ শূন্য রয়েছে। অর্থাৎ উপ-আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে শুরু করে জেলা পর্যন্ত ১৫৪টি পদের মধ্যে ৯৭টি রয়েছে শূন্য। এসব পদ ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে চলছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এসব শূন্য পদ পূরণ না করা হলে বদলি বা সমন্বয় যা-ই করা হোক, সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার মানের উন্নতি সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, সারাদেশে ৭৭৬৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ রয়েছে। চলতি বছর বেশকিছু শিক্ষক নেয়া সত্ত্বেও আরও ৪৮৫টি পদ শূন্য রয়েছে বলে জানা গেছে।